যদি হতে চান বৈমানিক

তরুণদের ক্যারিয়ার বিষয়ক বিভাগ 'ক্যারিয়ার'। বিভাগটিতে থাকবে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পেশা বিষয়ক গাইডলাইন। থাকবে সংশ্লিষ্ট পেশা সম্বন্ধে বিভিন্ন সহায়ক তথ্য ও বিশেষজ্ঞের অভিমত। এবারের বিষয় বৈমানিক। লিখেছেন

আহমেদ বায়েজীদ

পাখির মতো নীল আকাশে উড়ে বেড়ানো মানুষের আজন্ম সাধ। কিন্তু বাস্তবতার কারণে মানুষ উড়তে না পারলেও নীল আকাশের কাছাকাছি মেঘমালার মাঝখান দিয়ে উড়ে চলার এই স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ হতে পারে বৈমানিক বা পাইলট হলে। বিমান চালিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাওয়া শুধু এ পেশায়ই সম্ভব। বর্তমান সময়ে তরুণদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় পেশাগুলোর একটি হচ্ছে বিমান চালনা বা বৈমানিক হওয়া। এই পেশা একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জিং ও উপভোগ্য, অন্যদিকে আর্থিক দিক দিয়েও বেশ লাভজনক।

বৈমানিক হতে হলে : বৈমানিক হওয়ার জন্য সাধারণত দুটি পথ খোলা আছে। একটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইং অফিসার হিসেবে যোগদান, অন্যটি হলো স্বীকৃত কোনো বেসরকারি ফ্লাইং একাডেমিতে বৈমানিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হওয়া। বিমানবাহিনীর পাইলট হিসেবে একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা আর বিমান চালনা দুটো সুবিধাই পাওয়া যাবে। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিলে বিভিন্ন বিমান পরিবহন সংস্থায় চাকরির সুযোগ রয়েছে। তবে এজন্য প্রমাণ করতে হবে যোগ্যতা ও দক্ষতা।

বিমান বাহিনীর পাইলট : বিমান বাহিনীর অফিসার পদে বছরে দুই বার নিয়োগ দেয়া হয়। সাধারণত মে-জুন ও ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। অফিসার পদে মোট ১৫টি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ দেয়া হয়। বৈমানিক হতে আগ্রহীদের এগুলোর মধ্য থেকে GD(P) ব্রাঞ্চের জন্য আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাস করে ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২১ বছর বয়সী আগ্রহীরা এই পদে আবেদন করতে পারবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫০ এবং এইচএসসিতে গণিত বিষয় থাকতে হবে। ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ লেভেলে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান থাকতে হবে। উচ্চতা পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি আর মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। এছাড়াও নীরোগ ও সবল দেহের অধিকারী হতে হবে।

বিমানবাহিনীতে নিয়োগ পরীক্ষা সাধারণত কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। আবেদনপত্র জমাদানের দিনই ১০০ নম্বরের আইকিউ ও সাধারণজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা দিতে হয়। এখানে উত্তীর্ণদের ইংরেজি বিষয়ক লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। পরদিন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অ্যাপটিটিউড টেস্ট দিতে হয়। এসব পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণদের ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের (ISSB) মুখোমুখি হতে হয়। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে ISSB একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এখানে মূলত বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে একজন প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বের যোগ্যতা, দলগত কাজের যোগ্যতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। সেই সঙ্গে আইকিউ টেস্ট, পিকচার পারসেপশন টেস্ট ও সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নেয়া হয়। সাধারণত চারদিনের আবাসিক ক্যাম্পের

মাধ্যমে ISSB টেস্ট নেয়া হয়।

ISSB শেষে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ দেয়া হয় বৈমানিক হিসেবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে কাজে যোগদান করতে হয়। প্রশিক্ষণকালীন পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে পাইলটদের মধ্যে জঙ্গি বিমান, যাত্রীবাহী বিমান ও কার্গো বিমান ইত্যাদি বিমান চালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় অবস্থিত বিমানবাহিনীর তথ্য ও নির্বাচনী কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ফোন : ৮৮২৮০১১-২০।

বেসামরিক বৈমানিক প্রশিক্ষণ : পেশা হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বৈমানিকদের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি এবং তরুণদের এই পেশায় যোগদানের আগ্রহের কারণে দেশে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বেসরকারি বৈমানিক প্রশিক্ষণ একাডেমি। এসব একাডেমি থেকে দুই কিংবা তিন বছর মেয়াদি কোর্স শেষে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (সিভিল এভিয়েশন) লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে যে কেউ বৈমানিক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে পারে। বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাস ও শারীরিকভাবে ফিট শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসব একাডেমিতে ভর্তি হতে পারবে। বেসরকারি একাডেমিতে বৈমানিক হতে হলে লাইসেন্সের তিনটি ধাপ পার হতে হয়। গ্রাউন্ড কোর্স, এয়ার-ল, এয়ারক্রাফট নলেজ ইত্যাদি। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষানবিশ হিসেবে পাওয়া যায় 'স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্স' (SPL)। এরপর ৪০-

৫০ ঘণ্টা বিমান চালনা ও একটি ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইট (এক জেলা থেকে অন্য জেলা যাওয়া-আসা) পরিচালনার অভিজ্ঞতা হলে 'প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স' (PPL) পাওয়া যায়। PPL দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত বিমান চালানো যায়। আর এ বিষয়ের সর্বশেষ ধাপ হলো 'কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স' (CPL)। ১৫০ থেকে ২০০ ঘণ্টা বিমান চালনার অভিজ্ঞতা ও তিন মাসের থিওরি কোর্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে CPL লাইসেন্স পাওয়া যায়। এটি অর্জন করার পর যে কোনো বিমান পরিবহন সংস্থায় বৈমানিক হিসেবে ফার্স্ট অফিসার পদে যোগদান করার দুয়ার খুলে যায়।

কোথায় প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো বৈমানিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হচ্ছে বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমি। সরকারি মালিকানাধীন এ প্রতিষ্ঠানটি ফ্লাইং ক্লাব নামেও পরিচিত। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অবসরপ্রাপ্ত বৈমানিকরা এখানে বিনা পারিশ্রমিকে ক্লাস নেন। তাই বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এখানে পড়ার খরচ অনেক কম। বছরে দুটি সেশনে সীমিত আসনে এখানে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। তিন বছর মেয়াদি কোর্সের খরচ ২০ লাখ টাকা। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এ প্রতিষ্ঠানটির অফিস।

বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা বৈমানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যালাক্সি ফ্লাইং একাডেমি, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। এখানে বছরে তিনটি সেশনে ১৮ মাস মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। কোর্স ফি ২৮ লাখ টাকা। আরিয়াঙ এভিয়েশন, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। কোর্স ফি ৩০ লাখ। এভিয়েশন একাডেমি লিমিটেড, রোড-৫৩, গুলশান-২, ঢাকা। কোর্স ফি ৩০ লাখ।

কাজের ক্ষেত্র ও পারিশ্রমিক : শখ কিংবা উড়াল দেয়ার নেশায় কেউ বৈমানিক হলেও এটি উপার্জনের দিক থেকে অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশ ঈর্ষণীয়। নতুন এয়ারলাইন্স চালু, নতুন নতুন রুট চালু, বৈমানিকদের অবসর গ্রহণ ইত্যাদি নানা কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিবছর প্রায় ১৭ হাজার নতুন বৈমানিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে তুলনায় দক্ষ বৈমানিক উঠে আসছে না। তাই বৈমানিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত হলে সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি এয়ারলাইন্সের আকর্ষণীয় পদে চাকরি। যেখানে পারিশ্রমিকও বেশ ভালো। সাধারণত বৈমানিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় উড়াল ঘণ্টা হিসেবে। সে হিসেবে একজন কমার্শিয়াল লাইসেন্সধারী বৈমানিকের গড় উপার্জন হতে পারে প্রতিমাসে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা। বিদেশি এয়ারলাইন্সে এর পরিমাণ আরো বেশি। ■

এ পেশায় তরুণদের অনেক সুযোগ

ক্যাপ্টেন কবীরউদ্দিন আহমেদ

হেড অব এয়ার অ্যাম্বুলেন্স অ্যান্ড চার্টার ফ্লাইটস্, আরিয়াঙ অ্যাভিয়েশন লি. (ইয়নগন করপোরেশন)

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফাইটার পাইলট ও প্রশিক্ষিত ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েন বৈমানিক কবীরউদ্দিন আহমেদ। বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত আছেন। আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চালনার পাশাপাশি ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিমান চালনা প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকেন। বিমান চালনা পেশায় তরুণদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তার অভিমত এখানে তুলে ধরা হলো :

বিমান চালনা পেশায় অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও রয়েছে, আর রয়েছে ফান, মানে মজা বা আনন্দ। তাই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আনন্দ খুঁজে পান এমন তরুণমন স্বাভাবিকভাবেই বৈমানিক হতে চাইবে। সত্যি বলতে কি, গোটা বিশ্বে এ মর্যাদাকর পেশায় স্যালারিও সর্বোচ্চ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বৈমানিকের চাহিদাও বাড়ছে। একজন তরুণের সামনে সুযোগ রয়েছে দক্ষতা অর্জন করে তরুণ বয়সেই এ বিশেষায়িত পেশায় স্থায়ী হওয়ার।

এখন সবাই জানেন, বৈমানিক হতে হলে বিজ্ঞান শাখায় লেখাপড়া করতেই হবে। এর পাশাপাশি জ্ঞানচর্চায়ও নিয়মিতভাবে দিনের বেশ খানিকটা সময় দেয়া জরুরি। নিজের ভুলগুলো শনাক্ত করতে পারা এবং সেগুলো সংশোধনে ব্রতী হওয়ার মতো মানসিকতা থাকাটাও পাইলট হতে ইচ্ছুকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা একজন উত্তম পাইলট হওয়ার পূর্বশর্ত।